দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে উকতো একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ৯ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ৯ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে গোবিন্দহুদা একাদশ বনাম উকতো একাদশ। খেলায় গোবিন্দহুদা একাদশ কে ২-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় উকতো একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়ার হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় উকতো একাদশের ৭নং জার্সি পরিহিত রাজা কে।

প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়া বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।

[redacted]

[redacted]

মধ্যে পাটব্লকের সামনে ৫শ থেকে ৬শ মিটার রাস্তা ব্যাপক খারাপ,বাকি রাস্তা কিছুটা ভাল আছে।

এই খারাপ রাস্তাটুকুর জন্য স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী,বয়স্ক,নারী-পুরুষ পথচারী দুর দুরান্ত থেকে আসা মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল বাইকারও পড়ে চরম ভোগান্তিতে। একটু বৃষ্টি হলেই এই রাস্তায় জমে হাটু পানি নেই বিকল্প পায়ে হাটার কোন পথ। পথচারীরা ভোগান্তি নিয়ে রাস্তা পার হয় আর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারকে গালমন্দ করতে থাকে।

এবিষয়ে ৩নং সাগান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ মোজাম্মেল হোসেন বলেন, দীর্ঘদিন এ এলাকায় বিএনপির চেয়ারম্যান দায়িত্বে ছিলেন। আমি দায়িত্ব পাওয়ার পর পরই একবার ইটের রাবিশ দিয়েছি তবে রাস্তা নিচ ◌ুহওয়ায় জলাবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে ড্রেনের ব্যবস্থা না করলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি আরও বলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এবং উপজেলা এলজিইডি কে বিষয়টি অবহিত করেছি বরাদ্দ দিলে পুনঃনির্মাণ কাজ শুরুহবে। পানি শুকিয়ে গেলে আবার রাবিশ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

এবিষয়ে ৪নং হলিধানী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড.এনামুল হক নিলুর সাথে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে মোবাইলে পাওয়া যায়নি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই বলেন ওনার রাস্তার দিকে কোন নজর নেই ওনি শুধু টাকার পিছনে থাকেন। এতদিন দায়িত্ব পাওয়ার পরেও এক ঝুড়ি ইটের খোয়াও এই হলিধানী বাজারের রাস্তায় পড়েনি। এই গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সড়ক দুটির দ্রুত পুনঃনির্মান বা সংস্কার করে জনগণের ভোগান্তি লাঘবের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী।

মৌবনের দেয়া সেলাই মেশিন পেয়ে খুশি রত্মা খাতুন

‘আমার জীবনযুদ্ধে এই সেলাই মেশিনটি হবে একটি অবলম্বন। এখন মনে অনেক সাহস পাচ্ছি। আপাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।’ নতুন একটি সেলাই মেশিন পেয়ে এভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেছে রত্মা খাতুন। সে

সবাই মিলে উদ্যোগ নিলে এই তাদের দুর্ভোগ অনেকটা কমানো সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, নারীদের উন্নয়ন ও নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রয়েছে নারী বাতায়ন সংস্থাটি। যেটির উদ্যোগে রয়েছে মৌবন।

ঝিনাইদহ স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আগুন

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী হারুন অর রশিদের ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আগুন দিয়েছে দুবৃর্ত্তরা।

বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিককেলবাড়ীয়া বাজারে সৃজনী এনজিও অফিসে এ ঘটনাটি ঘটে।

নারিকেলবাড়ীয়া বাজারের সৃজনী এনজিও শাখার ম্যানেজার কামাল পারভেজ জানায়, অফিসে রাত আনুমানিক সাড়ে আটটার দিকে অজ্ঞাত নামা ৪/৫ জনলোক এসে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিয়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে স্থানীয় লোকজন এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আনে।

তিনি আরও জানায়, আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত প্রার্থী সৃজনী বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ (আনারস) প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন (চশমা) প্রতিকের প্রার্থী কনক কান্তি দাসের সাথে। এরই জের ধরে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারন করছেন তিনি। এর আগে (চশমা) প্রতিকের লোকজন আনারস প্রতীকের বেশ কিছু লোকজকে মারধর করে আহত করে। এ ঘটনায় সদর থানায় মামলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে নারিকেলবাড়ীয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই বিল্লাল হোসেন বলেন, বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটার দিকে সৃজনী অফিসের প্রধান ফটকে কে বা কারা পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এসময় আশপাশের লোকজন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। আমি খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

এ বিষয়ে আমি রাতেই উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি। লিখিত আভিযোগ পেলে তদন্ত স্বাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে সুবির দাসকে হত্যার প্রতিবাদ ও খুনদের ফাঁসির দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ শহরের সেলুন কর্মী সুবির কুমার দাস হত্যার প্রতিবাদ ও খুনদের ফাঁসির দাবীতে চাকলাপাড়া মহল্লাবাসি মানববন্ধন করেছে।

শুক্রবার বেলা ১০টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এই মানববন্ধন কর্মসুচি পালিত হয়। এই কর্মসুচিতে চাকলাপাড়া, মহিষাকুন্ডু ও পুরানো হাটখোলা এলাকার শত শত নারী পুরুষ অংশ গ্রহন করেন।

কর্মসুচি শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মুক্ত, রাম সরকার, সাদ্দান হোসেন, শামসুল হক, সুজিত কর্মকার, সুকুমার দাস, নাসের হাসান সোহাগ সুশান্ত সরকার প্রমুখ। বক্তাগন বলেন চাকলাপাড়া পাড়ায় কিশোর গ্যাং ও মাদক ব্যবসায়ীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। প্রশাসনকে মাসোয়ারা দিয়ে এই চক্র মাদক ব্যবসা করে যাচ্ছে। তারাই পারিবারিক বিরোধের জের ধরে সেলুন কর্মী সুবিরকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে বলেছে অভিযোগ করা হয়।

উল্লেখ্য গত সোমবার (৪ অক্টোবর) মধ্যরাতে চাকলাপাড়ার মির্জা মহলের সামনে সুবীরকে হত্যা করা হয়। হামলায় নিহত’র পিতা সত্যপদ দাস, মা শিখা রানী দাস ও ভাই খোকন দাসও আহত হন। তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকৎসাধীন আছেন। এ ঘটনায় র্যাব মামলার আসামী নির্মল দাস ও লিমন জোয়ারদারকে আটক করলেও বেশির ভাগ আসামী পলাতক রয়েছে।

মেহেরপুরে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রি দিগুন দামে!

মেহেরপুরে প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দিগুন দামে বিক্রি করছেন ভেন্ডাররা। ট্রেজারিতে স্ট্যাম্প সংকট থাকায় ভেণ্ডাররা কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে দিগুণ দামে বিক্রি করছেন স্ট্যাম্প। ফলে গত দুই সপ্তাহ ধরে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ নানা হয়রানির শিকার হয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

দ্বিগুণ দামে কালোবাজারে স্ট্যাম্প বিক্রির বিষয়ে জেলা প্রশাসক বললেন, এই বিষয়ে প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে। ভেণ্ডারদের দাবী ট্রেজারি শাখা থেকেই কৃত্তিম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে। তবে আজ থেকে স্ট্যাম্প সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছে ট্রেজারি শাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

জানা গেছে, গত দুই সপ্তাহ যাবৎ মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের ট্রেজারিতে সরকারি ১০০ টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প সংকট দেখা দিয়েছে। স্ট্যাম্প ভেন্ডারিরা বারবার আবেদন করলেও জেলা প্রশাসন থেকে কোনো স্ট্যাম্প বরাদ্দ দিতে পারেনি। ভেন্ডার গুলোতে একশ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প পাওয়া না গেলেও অসাধু কালোবাজারি ভেন্ডারিকে প্রকাশ্যে তিনশ টাকার স্ট্যাম্প ছয়শ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে।

সরেজমিনে গত মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর সাররেজিস্ট্রি অফিস, নিমতলা আইনজীবী সমিতি চত্ত্বরম দলিল লেখক সমিতি চত্ত্বরে অবস্থান করে স্ট্যাম্প ভেন্ডার, দলিল লেখক ও গ্রাহকদের সাথে কথা বলে ভোগান্তির কথা জানা গেছে। গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস এসেছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে জমি রেজিস্ট্রি করতে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত স্ট্যাম্প না পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভেন্ডারীদের খুপড়ি ঘরে। তিনি বলেন, জমি রেজিস্ট্রি করতে এসে এখন পর্যন্ত ১০০ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প কিনতে পারিনি। এখানকার কোনো কোনো স্ট্যাম্প ভেন্ডারে পাইনি। তবে বিপ্লব পাল নামের

এক স্ট্যাম্প ভেন্ডারে ৩০০ টাকা স্ট্যাম্প ৬০০ টাকা দাম বললো।

একই কথা বললেন ওই গ্রামের শুকুর আলী। তিনি বলেন, কোনো যায়গায় স্ট্যাম্প না পেয়ে বাপ্পি পাল নামের এক ভেন্ডারে গিয়ে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্প ৫০০ টাকা দিয়ে কিনে জমি রেজিস্ট্রি করলাম। সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের তারিক হোসেন বলেন, ৩০০ টাকার স্ট্যাম্প ৬০০ টাকা দিয়েও মেলাতে পারছিলাম না। পরে অনেক কষ্টে নিম তলার একটি যায়গা থেকে কালো বাজার থেকে ৬০০ টাকা দিয়ে স্ট্যাম্প কিনলাম।

খাইরুল স্ট্যাম্প ভেন্ডারের মালিক খাইরুল ইসলাম ক্যাংকর বলেন, প্রায় ২ সপ্তাহ মেহেরপুর ট্রেজারি থেকে আমাদের নন জুডিশীয়াল ১০০ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প দিতে পারেনি। আমরা জমি ক্রেতা বিক্রেতাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়ছি। অথচ, কালোবাজারিদের কাছে স্ট্যাম্প মিলছে। তিনি প্রশ্ন করেন এটা কি করে সম্ভব হয়। একশ টাকার স্ট্যাম্প ৩ শ টাকা বিক্রি হচ্ছে। এটা প্রশাসনের দেখা উচিৎ।

দলিল লেখক রুহুল আমিন বাবু বলেন, একশ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প না পেয়ে ২০ টাকা ৫০ টাকার স্ট্যাম্প দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে আমরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছি। আগে যেখানে ১০ পাতা লিখতে হতো এখন সেখানে ১৮/১৯ পাতা লিখতে হচ্ছে।
একই কথা জানালেন দলিল লেখক মতিউর রহমান মতি। তিনি বলেন, সময় লাগছে বেশী। আবার গ্রাহকদের কাছ থেকে নানা ধরণের কথা শুনতে হচ্ছে। ব্যাংকে গেলেও ব্যাংকের কর্মকর্তারা নানা কথা শুনাচ্ছেন।

প্রবীণ দলিল লেখক আব্দুল আজিজ জানান, আমি দীর্ঘদিন দলিল লিখছি। আমার জীবনে ২০০৮ সালে একবার স্ট্যাম্প ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। আর এ বছর ৪ মাসের মধ্যে ২ বার স্ট্যাম্প ঘাটতি দেখা গেলো। তিনি বলেন, ট্রেজারি শাখার বড়বাবু আরেফিন রেজা যোগদানের পর থেকেই এই সংকট তৈরী হয়েছে।

দলিল লেখকরা নাম প্রকাশ না শর্তে জানান, ১ লাখ টাকার দলিলে শুধু স্ট্যাম্প দেওয়া হতো ১৩ শ টাকার নগদ স্ট্যাম্প ও বাদ বাকী টাকা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে চালান করা হতো। কিন্তু স্ট্যাম্প ঘাটতি হওয়ার কারণে, ২০০ টাকার স্ট্যাম্প দিতে হচ্ছে। বাকি ১৪ হাজার ৮০০ টাকা চালান করতে হচ্ছে। এর ফলে ১০ পাতার স্থলে ১৬ থেকে ১৮ পাতা দিতে হচ্ছে। এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সাথে দলিল লেখকদের বাকবিতন্ডাসহ অষন্তোষ্ট তৈরী হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক জন ভেন্ডার বলেন, নতুন করে ভেণ্ডার লাইসেন্স নবায়ন করতে গেলে জেলা প্রশাসকের এলআর ফান্ডে ৫ হাজার টাকা করে জমা দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন ট্রেজারি শাখার বড় বাবু আরেফিন রেজা। অথচ এর আগে নবায়নের সময় ৫শ থেকে এক হাজার টাকা দিয়েছি। টাকা না দিলে ভেন্ডারী লাইসেন্স বাতিল ও নবায়ন না করারও হুমকী দিচ্ছেন। ট্রেজারী চালান করলেও স্ট্যাম্প দেবেনা বলেও হুমকী দিচ্ছেন। এটা জেলা প্রশাসক ও এনডিসির নির্দেশ বলেও স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের জানান আরেফিন।

এ ব্যাপারে আরেফিন রেজাকে মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে ফোন করা হলে প্রথমে দেখা করে বলবেন জানালেও পরে ফোন দিয়ে জানান, এডিএম স্যারের সাথে কথা বলেন। পরবর্তিতে আবারো ফোন দিয়ে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা। এমনকি স্ট্যাম্প সংকটের ব্যাপারেও তিনি কিছুই জানেন না বলেও জানেন। তবে ট্রেজারিতে মাল (স্ট্যাম্প) ছিলো না, মাল এসেছে। আর সংকট থাকবে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, দু একদিনের মধ্যেই সংকট দুর হয়ে যাবে। আমরা চাহিদা দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে স্ট্যাম্প আমাদের ট্রেজারীতে এসে পৌছেছে। সংকটের কারন হিসেবে তিনি বলেছেন, বিজি প্রেসে স্ট্যাম্প ছাপা হয়। জেলাতে স্ট্যাম্পের চাহিদা বেড়েছে এবং বিজি প্রেস থেকে আসতে দেরি হয়েছে। এছাড়া কালোবাজারে স্ট্যাম্প বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। তবে এলআর ফাণ্ডের টাকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে যান।

সদস্য নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে কাজ করবো: ইব্রাহিম খলীল

“দিনবদলের অঙ্গিকার-দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার” এ শ্লোগানকে সামনে রেখে আসছে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনে সদস্য হিসাবে প্রার্থী হয়ে প্রচার-প্রচারনা চালাচ্ছেন কুষ্টিয়া জেলা

কৃষক লীগের সহসভাপতি ইব্রাহীম খলীল।

জেলা পরিষদের সদস্য (মিরপুর উপজেলা) হিসেবে টিউবওয়েল প্রতীক পেয়ে দিনরাত ভোটারদের দ্বারেদ্বারে যাচ্ছেন ভোটপ্রার্থনা করছেন। দিচ্ছেন নানা ধরনের আশ্বাস।

মানবসেবা পরম ধর্ম। যারা মানবসেবা করে তারাই প্রকৃত মানুষ। সকল লোভ-লালসা, অর্থ-মোহ, প্রাচুর্যতার ঊর্ধ্বে থেকে আত্নসচেতন ও নিবেদিত ভাবে এলাকাবাসীর সেবা করতে চান ইব্রাহিম খলীল।

মিরপুর পৌরসভাসহ ১৪টি ইউনিয়নে নিয়ে সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহন করেছেন।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনে সদস্য পদপ্রার্থী হিসেবে ব্যাপক গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন গণমানুষের সেবক, দক্ষ ও নির্ভিক সমাজসেবক, দু:খী মানুষের অতি আপনজন সদালাপী ইব্রাহীম খলীল। তিনি মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

একটি সুস্থ্য সুন্দর পরিবেশে জীবন যাত্রা গড়ার ভূমিকা নিয়ে আগামী দিনে সত্যিকার ভাবে আপাময় ও ভাগ্য বঞ্চিত মানুষের পাশে এবারও দাড়াতে চান তিনি। তিনি তার মেধা-মননশীলতা ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা এলাকার কল্যান সাধনে নিজেকে আত্ননিয়োগ করতে চান। সততা ও আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে এলাকার মানুষের সুখে-দু:খে পাশে থাকতে চান তিনি।

তিনি মনে করেন, শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশ আজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সৎ, সচেতন ও উদ্যমী নেতৃত্ব অপরিহার্য। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও দেশনেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবেন বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, জনগন আমাকে নির্বাচিত করলে আমার জনসেবা করার পরিধি আরো ক্রমশ বৃদ্বি পাবে।

জেলা পরিষদের এই সদস্য ইব্রাহীম খলীল এলাকার গরীব, দু:খী, সুবিধা বঞ্চিত লোকজনের সাথে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক রয়েছে। আগামী দিনে লোকজনের পাশে থাকবেন এই আত্নবিশ্বাসে বিভোর হয়ে এলাকাবাসী তার নির্বাচনী এলাকায় প্রচার-প্রচারনায় পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। সবশেষে ইব্রাহীম খলীল তার নির্বাচনী এলাকায় সদস্য পদে প্রার্থী হয়ে টিউবয়েল মার্কায় এলাকার জনগনের কাছে ভোট চেয়ে সকলের দোয়া

কামনা করছেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তফসিল অনুযায়ী আগামী ১৭ অক্টোবর দেশের ৬১টি জেলা পরিষদের ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

গাংনীতে জাতীয় তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে অবস্থান কর্মসূচি

আগামী ৯ অক্টোবর জাতীয় তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে অবস্থান কর্মসূচি পালিত।

বৃহস্পতিবার (৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় মেহেরপুর-গাংনী সড়কের বাশঁবাড়িয়া নামক স্থানে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় “তামাক কোম্পানিগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যকর নিষিদ্ধ করা হোক”।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের এর সহযোগিতায় স্থানীয় সংগঠন শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ও আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার যৌথ আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করেন।

শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহিবুল আলম ওহিদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মীর সামসুজ্জোহা কলেজের প্রভাষক মোখলেছুর রহমান। বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলিমুজ্জামান, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, গাংনী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুন নাহার। এসময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

বক্তারা বলেন বিভিন্ন তামাক কোম্পানি তরুণদের কর্মসংস্থান, দারিদ্রতা দূরীকরন, বৃক্ষরোপনসহ লোক দেখানো সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আড়ালে তামাক কোম্পানিগুলো নিজস্ব রং, ট্রেড, লোগো ব্যবহার করে দেশব্যাপী তাদের পন্যের প্রচারণা

চালাচ্ছে।

এমনকি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের দোহায় দিয়ে বিভিন্ন দোকান ও লোক সমাগম স্থানে চকলেট, পানি ও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেটের মূল্য সম্বলিত স্টিকার প্যাকেট প্রদর্শন করে রাখেন যা সম্পূর্ণ প্রতারণা ও আইনত দন্ডনীয়। অবস্থান কর্মসূচি শেষে তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতার জন্য বিভিন্ন লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস র্যালি ও আলোচনা

“নির্ভুল জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করব, শুদ্ধ তথ্যভান্ডার গড়ব”নাগরিক অধিকার করতে সুরক্ষণ ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন”

এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পর্কিত সঠিক সময়ে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণে সহায়তা করার বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে, আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস।

বিশেষ বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান

রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম সহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তার কর্মচারী ও বিভিন্ন ইউনিয়নের সচিব এবং স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদেরবৃন্দ।

গাংনী থানার এসআই মাসুদ জেলায় শ্রেষ্ঠ উপপরিদর্শক মনোনীত

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সর্ব্বোচ্চ হুকুম তামিল করায় গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদকে মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ট উপপরিদর্শক (এসআই) নির্বাচিত করে পদক ও পুরস্কার হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের ড্রীলশেড অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যাণ সভায় তাকে এ পুরুস্কারে ভুষিত করা হয়।

উপপরিদর্শক(এসআই)মাসুদকে পুলিশ সুপার রাফিউল আলম তার হাতে পদক ও অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সারোয়ারসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও আসামি গ্রেফতারে অবদান রাখায় এসআই মাসুদ দুই বার জেলার শ্রেষ্ট উপপরিদর্শক নির্বাচিত হয়েছিলেন।